

সেতু বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

## উদ্ভাবন-সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০১৬

নদীমাতৃক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই বৃহৎ সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেতু বিভাগ নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ঢাকার বনানীস্থ সেতু ভবনে এর কার্যালয় অবস্থিত। সেতু বিভাগের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৩০। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের অধীনস্থ একটি সংস্থা।

### ভিশনঃ

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক।

### মিশনঃ

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, উড়াল সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

### বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;
২. সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততরকরণে সহায়তা করা ও
৩. বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা।

### বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

- ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন;
- বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- বৃহৎ সেতু, টোল সড়ক, টানেল ইত্যাদি ব্যবহারকারী যানবাহনসমূহের টোল নির্ধারণ;
- বৃহৎ সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার নিরাপত্তা বিধান।

সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল উদ্ভাবনী কর্মকান্ডও মূলতঃ এসকল কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১৬ সালের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী কার্যক্রমের একটি বিবরণী উপস্থাপন করা হলো।



## ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম

জনসাধারণকে সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। তবে অনেক সময় নথিপত্র সঠিক ডেস্কে সঠিক সময়ে পৌঁছায় না। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ফাইল misplaced হয়। তখন ফাইলটি খুঁজতে গিয়েও সময়ের অপচয় হয়। ফাইল যাতে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় এবং সঠিক সময়ে সঠিক ডেস্কে পৌঁছে এজন্য একটি File Tracking System-এর উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই সিস্টেমটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে এবং নথির গতিবিধি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

File Pending to Receive						
Comments	Receivd	File Id	Wing	File No	Subject	Description
	<input type="checkbox"/>	1592	Technical	50.146.076.2010	water treatment plant	DD_FIN
	<input type="checkbox"/>	1592	Admin	50.108.001.00.00.006.200	Cable network nathi.	DD_ADMIN
	<input type="checkbox"/>	1284	Accounts	CPF.422.2012.	CPF LOAN ADVANCE.	DD_FIN

File Pending to Send									
Send	File	Send	File Id	Wing	File No	Subject	Description	Rcv. Date	Rcv By
		<input type="checkbox"/>	1704	Technical	146.026.1.17	Salary bill for the employee		15/01/2017 10	S M Labi
		<input type="checkbox"/>	1755	Technical	146.00.011.14	Ditch Filling and Constructi		15/01/2017 10	S M Labi
		<input type="checkbox"/>	1757	Technical	146.00.065.2016	Overlay Work of Approach ro		15/01/2017 10	S M Labi
		<input type="checkbox"/>	1754	Technical	146.00.062.2013	Construction of Track Lane		15/01/2017 10	S M Labi
		<input type="checkbox"/>	1785	Admin	00.030.2014	Bill for CACTS		15/01/2017 10	S M Labi
		<input type="checkbox"/>	1586	Technical	50.146.017.05(P-1)	tour bill of Hasibur Rahman	7,326/-	11/01/2017 12	S M Labi
		<input type="checkbox"/>	1280	Technical	50.146.018.2016	O& M operator bill	Nov 2016	11/01/2017 09	S M Labi
		<input type="checkbox"/>	1103	Technical	50.146.017.05 (P-1)	tour bill	4076/-	11/01/2017 09	S M Labi

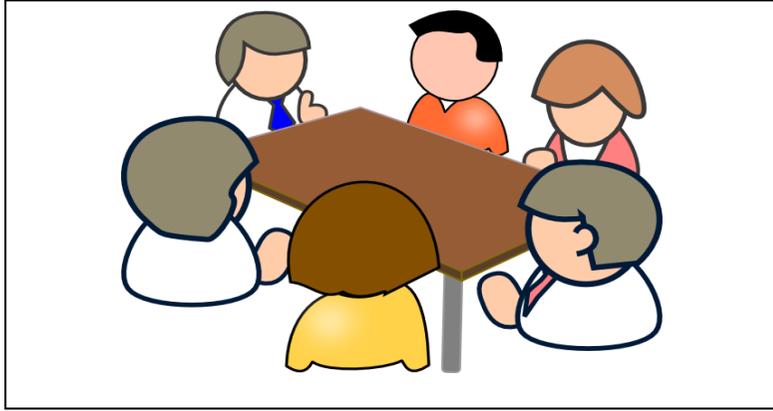
## ইলেকট্রনিক এ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম (Electronic Access Control System)

নিউ এয়ারপোর্ট রোডের সেতু ভবনে অবস্থিত সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প অফিসের নিরাপত্তাকল্পে এই ভবনের প্রবেশ পথে Electronic Access Control System স্থাপন করা হয়েছে। সেতু ভবনস্থ বিভিন্ন অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের Smart ID Card প্রদান করা হয়েছে। এই আইডি কার্ড ব্যবহার করেই তারা ভবনে প্রবেশ করে থাকেন। কার্ডের পরিবর্তে পাসওয়ার্ড ব্যবহারেরও সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় biometric পদ্ধতিতে finger print ব্যবহার করেও সেতু ভবনে প্রবেশের অপশন রয়েছে। দর্শনার্থীগণ রিসেপশন হতে সরবরাহকৃত ভিজিটরস্ কার্ড ব্যবহার করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন। Electronic Access Control System প্রবর্তনের ফলে এই ভবনে কর্মরত এমপ্লয়িজ এবং আগত দর্শনার্থীদের (যাদের মধ্যে বিদেশী নাগরিকও রয়েছেন) নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। নিরাপত্তার পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতির বিষয়টিও মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে।



## কিক্-অফ মিটিং

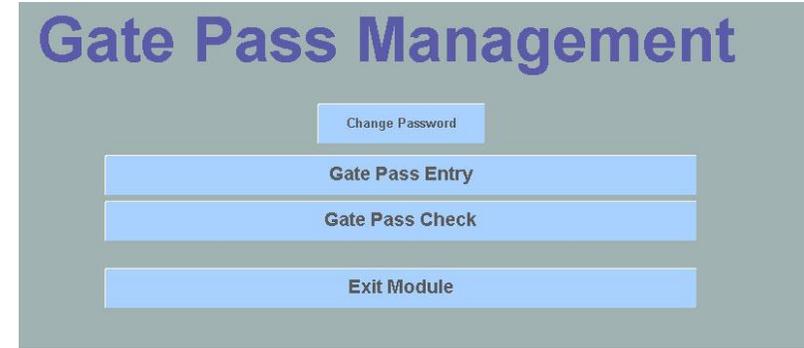
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রশাসন উইং-এ কর্ম দিবসের শুরুতে (সকাল ০৯:১০ মি. - ০৯:২০ বা নিকটবর্তী সময়ে) সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং key-staff-দের নিয়ে 'কিক্-অফ মিটিং'এর প্রবর্তন করা হয়েছে। এই সভায় দিনের কর্মসূচীর prioritization-এর মাধ্যমে কাজের গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলে এই সভায় উপস্থিত থাকায় সমন্বয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কার্যসমূহ সহজে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।



## অনলাইন প্রবেশ পাশ

সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প অফিসে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে online entry pass ইস্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেতু ভবনে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নামে অনলাইন পাশ ইস্যু করে থাকেন।

ইস্যুকৃত পাশ অন-লাইনে সেতু ভবনের রিসেপশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যায়। এই পাশ যাচাই করে দর্শনার্থীদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। অন-লাইনে পাশ ইস্যুর ব্যবস্থা হওয়ায় কর্মকর্তাগণ খুব সহজেই ও দ্রুততার সাথে পাশ ইস্যু করতে পারছেন। এই পাশ রিসেপশনে পৌঁছানোর জন্য কোন বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দর্শনার্থীদের সেতু ভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাও বৃদ্ধি পেয়েছে।



## সচেতনতামূলক পোস্টার

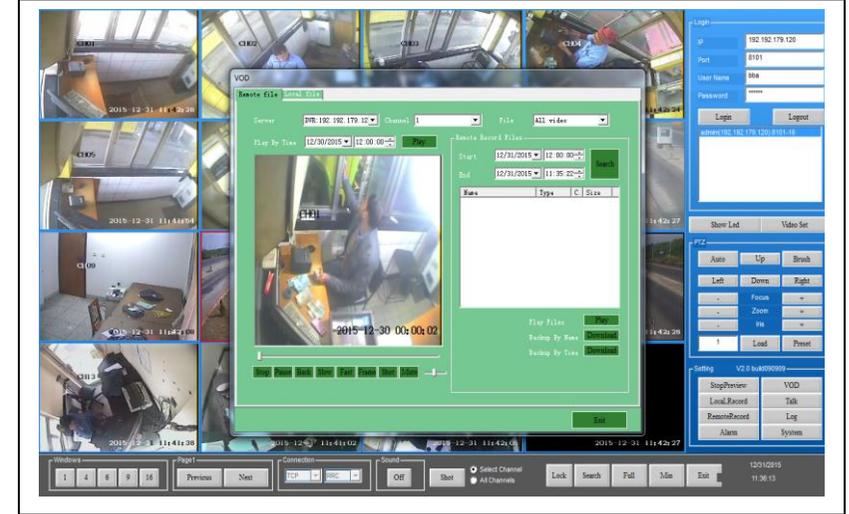
লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে “Burn Calories, Not Electricity” স্লোগানসহ একটি পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহার যেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে তেমনি কায়িক পরিশ্রম শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ায় এই অভ্যাস পরোক্ষভাবে পরিবেশ বান্ধবও বটে।



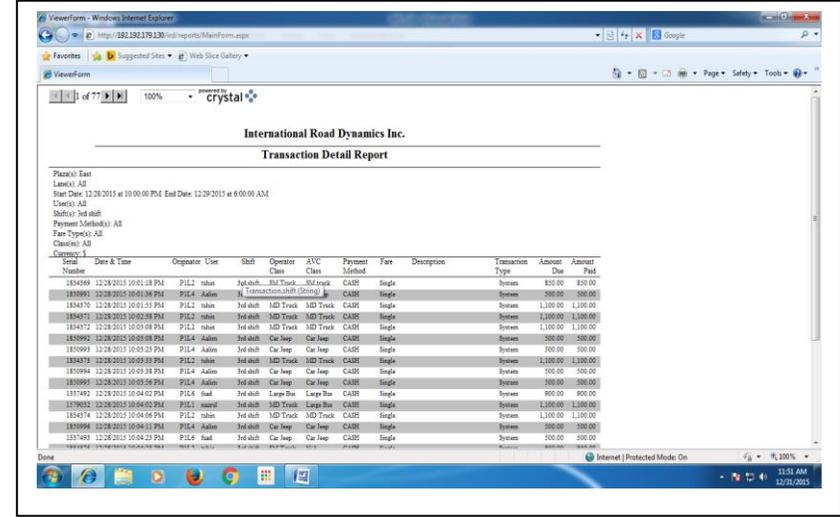
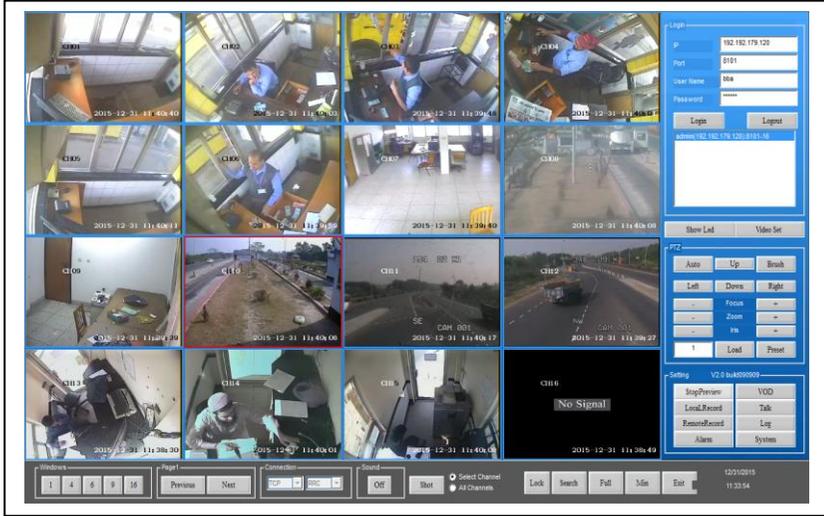
## পূর্ববর্তী সময়ের উদ্ভাবনী কার্যক্রম

### বঙ্গবন্ধু সেতুর অটোমেটিক টোল কালেকশন সিস্টেম

যমুনা নদীর উপর নির্মিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়। IRD INC. নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০০৫ সালে এই automatic toll collection system স্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেতুতে প্রতিনিয়ত যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যমান টোল আদায় পদ্ধতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটানো কষ্টসাধ্য হবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গবন্ধু সেতুতে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ Automatic vehicle classification বা AVC পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ফলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতেই যানবাহনের শ্রেণীবিন্যাস ও টোল নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, টোল আদায়ে অনেক কম সময় প্রয়োজন হওয়ায় জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের ওজন নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাসহ সেতুর উভয় প্রান্তে ওজন স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।



Screen-shot of Automatic Toll Collection System



### বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর টোল আদায় ব্যবস্থার দূর পরিবীক্ষণ

বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল কালেকশন সিস্টেম ঢাকাস্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় হতে পরিবীক্ষণ করার জন্য একটি Remote Monitoring System রয়েছে। টোল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও রিপোর্ট সংরক্ষণ এবং বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল সরাসরি পর্যবেক্ষণের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি রিমোট মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় হতে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল কালেকশন এবং টোল এলাকার যানবাহন পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। টোল সংক্রান্ত এবং ওজন স্টেশনের যাবতীয় তথ্য স্থানীয়ভাবে local server-এ সংরক্ষণ ছাড়াও অতিরিক্ত back up হিসেবে সেতু ভবনস্থ central server-এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফলে কোনওভাবে local storage ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের স্টোরেজে তা সংরক্ষিত থাকবে এবং data recover করা সম্ভব হবে।

### ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর ডিজিটাল টোল কালেকশন সিস্টেম

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর টোল আদায় পদ্ধতি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি অনন্য ব্যবস্থা। একটি Real-time Digital Toll Collection System-এর মাধ্যমে এই সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যানবাহন সেতু পারাপারের জন্য টোল প্লাজায় উপস্থিত হলে প্রথমে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি সিস্টেমে এন্ট্রি দেয়া হয়। এই সিস্টেমটি সরাসরি বিআরটিএ-এর database-এর সাথে সংযুক্ত থাকায় যানবাহনটির প্রকৃত শ্রেণীসহ বিস্তারিত তথ্য সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। সিস্টেমে প্রদর্শিত শ্রেণী এবং তথ্য অনুযায়ী যানবাহনটির টোল হার নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী টোল আদায় করা হয়। টোল পরিশোধিত হলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্মুখের প্রতিবেদকটি সরিয়ে যানবাহনটিকে সেতু পারাপারের জন্য যেতে দেয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে মাত্র ১২ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়।

পরিশোধিত টোলের পরিমাণসহ টোল আদায় সংক্রান্ত সকল তথ্য সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়। টোলের অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করা হয়। টোল আদায়ের মোট পরিমাণ, কোন শ্রেণীর যানবাহন হতে কি পরিমাণ টোল আদায় হয়েছে ইত্যাদি তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। টোল আদায় প্রক্রিয়া, টোলের অর্থ জমা সংক্রান্ত সকল তথ্য, টোল প্লাজা এলাকার ভিডিও চিত্র বনানীস্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর হতে VPN-এর মাধ্যমে সরাসরি মনিটর করা হয়।

ইতোপূর্বে ইজারাদারের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়কালে যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী, টোলের প্রকৃত পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে ইজারাদারের সাথে সেতু ব্যবহারকারীর প্রায়শই বিতর্কের সৃষ্টি হতো। এতে যেমন টোল আদায় কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটতো তেমনি সেবা গ্রহীতাদেরও সময়ের অপচয় হতো। তাছাড়া, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়েও অপেক্ষাকৃত বেশী সময় প্রয়োজন হতো। বর্তমান সিস্টেম ব্যবহারের ফলে যেমন toll transaction-এ সময় কম লাগছে, তেমনি টোল আদায় কার্যক্রমও সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে সেবাদাতা এবং সেবা গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া, সরাসরি বিআরটিএ-এর ডাটাবেইজের তথ্য ব্যবহার করায় যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী নিয়ে বিতর্কেরও কোন অবকাশ থাকছে না।



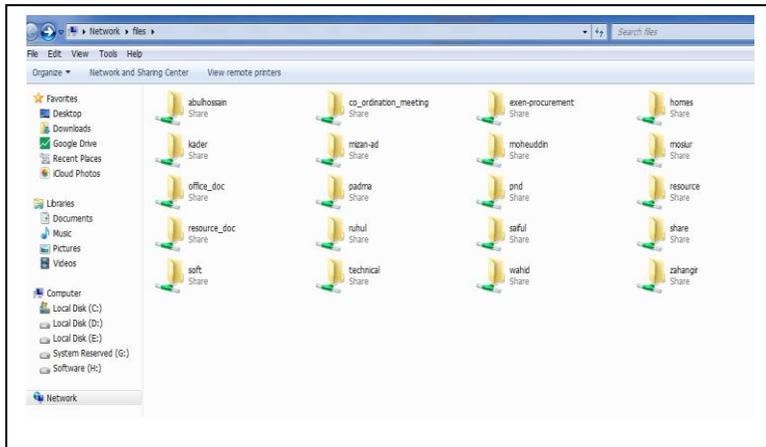
## অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণ যাতে সহজেই তাদের অভিযোগ বা মতামত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে এজন্য সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে একটি অনলাইন Grievance Redress System (GRS) সংযোজন করা হয়েছে। জনসাধারণ অনলাইনে খুব সহজেই এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ/ মতামত/ পরামর্শ জানাতে পারছে।

ব্যবহারকারী এই সিস্টেমে লগ-ইন করে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তার অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশনের সময় ই-মেইল এ্যাড্রেস বা মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ই-মেইল এ্যাড্রেস এবং মোবাইল ফোনে সফলভাবে অভিযোগ/পরামর্শ দাখিল সংক্রান্ত একটি মেসেজ পৌঁছে যাবে। তেমনি পরবর্তীতে তার দাখিলকৃত অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পত্তির কোন পর্যায়ে রয়েছেন তাও দেখতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগটি নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি আরেকটি মেসেজ পাবেন।

### শেয়ার ফোল্ডার

বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টের soft copy সহজে আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সেতু বিভাগের LAN server-এ একটি share folder সৃজন করা হয়েছে। এই ফোল্ডারে বিভিন্ন উইং এর নামে পৃথক ফোল্ডার রয়েছে। প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট এবং খসড়া এসব ফোল্ডারে প্রয়োজনানুসারে সংরক্ষণ করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন। নিয়মিত সভার নোটিশ, কার্যপত্র, কার্যবিবরণী, প্রতিবেদন এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। এতে কাগজ ও প্রিন্টিং এর কালিরও সাশ্রয় হচ্ছে।



### ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স

অনেক সময় আমরা কাগজের কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠাই ব্যবহার করে থাকি। ফলে অন্য পৃষ্ঠাটি অব্যবহৃত থেকে যায়। কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সেতু বিভাগে ‘ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স’ প্রবর্তন করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়েছে এমন কাগজগুলো এই বক্সে জমা রাখা হয়। খসড়া প্রিন্টিং এবং অন্যান্য কাজে এই বক্সের কাগজ ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের সুবিধার্থে সেতু ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে central LAN printer এর কাছে এই ‘ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স’ গুলো স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে যেমন কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি কাগজের ব্যবহারও হ্রাস পেয়েছে।

### ই-জিপি

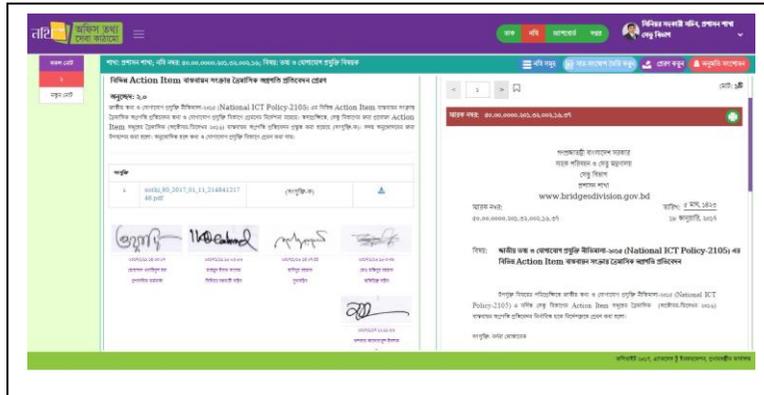
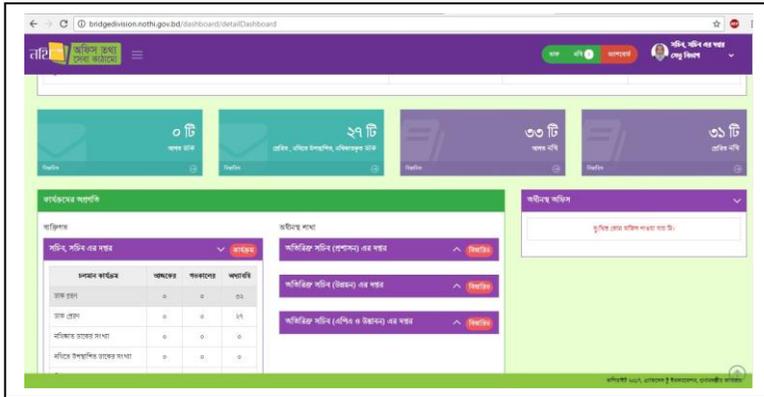
টেন্ডার প্রক্রিয়ার নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এ ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে টেন্ডারারগণ নির্বিঘ্নে এবং সহজে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছেন।

### ডিজিটাল আর্কাইভ

ডিজিটাল আর্কাইভিং এর মাধ্যমে তথ্যাদি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কৌশল এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট ও তথ্যাদির সঞ্জন নিয়ে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণে সংক্রান্ত অনুরূপ ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

## ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা

রূপকল্প ২০২১ অনুসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) Programme কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ই-ফাইলিং কার্যক্রমে সেতু বিভাগ সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত রয়েছে। সেতু বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ই-ফাইলিং বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সেতু বিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। সেতু বিভাগের অধিকাংশ নথি ই-ফাইল ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।



## HRM Software

সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি Human Resource Management Software রয়েছে। এতে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য পর্যায়ক্রমে এই সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এতে খুব সহজেই কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তথ্য পৃথকভাবে এবং রিপোর্ট আকারে পাওয়া যায়।

## অফিস অটোমেশন

অফিস অটোমেশনের অংশ এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাসের উদ্যোগ হিসেবে সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Client Server-based Integrated System এর Accounting System, Provident Fund Management System, Payroll System, Store Management System, Vehicle Management System এবং Asset Management System মডিউল ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করায় যেমন কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, তেমনি সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

## আইডিয়া বক্স

সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যাতে নির্দিষ্টায় তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করতে পারেন এজন্য সেতু ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে 'আইডিয়া বক্স' স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের যে কোন আইডিয়া লিখে এই বক্সে ফেলতে পারেন। কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময় পরপর এসব আইডিয়া বক্স থেকে সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করে 'ইনোভেশন কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করে থাকে।